মহাবিদ্রোহী জাতীয় কবির আজ জন্মজয়ন্তি

স্টাফ রিপোর্টার॥ 'মহাবিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,/ আমি সেই দিন হব শান্ত,/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, / অত্যাচারীর খড়ুগ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না–/ বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত।' এরকম অজস্র উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তির কবি জীবনবাদী সাহিত্যের স্রষ্টা বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের আজ ১০২তম জন্মবার্ষিকী। জাতীয় পর্যায়সহ দেশব্যাপী সাড়ম্বরে আজ শুক্রবার নজরুল জয়ন্তি উদযাপন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানমালায় থাকছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কবির সমাধিতে সর্বস্তরের মানুষের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নজরুল মেলা ইত্যাদি। সংবাদপত্রগুলো আজ বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করেছে। বেতার ও টিভি চ্যানেলসমূহ প্রচার করছে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী প্রতিভা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১০২তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর অম্লান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, নবজাগরণের কবি নজরুল তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। সব ধরনের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল সব সময় সোচ্চার। সমাজের কুসংস্কার, সংকীর্ণতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। মানুষের প্রতি নজরুলের ছিল গভীর ভালবাসা। অবহেলিত মানুষের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিরাম প্রয়াস প্রশংসনীয়। দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর উদ্দীপনামূলক গান ও কবিতা সবাইকে উদ্দীপ্ত করে। কাজী নজরুল ইসলামের বিশাল সৃষ্টির ভাণ্ডার বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মানবতার কবি নজরুল তাঁর অমর সৃষ্টির মাঝে বেঁচে আছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, সমাজের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মেহনতি ও অবহেলিত মানুষের মুক্তির জয়গান গেয়ে গেছেন আজীবন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ, শাসন ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর শৃঙ্খলমুক্তি ও শিকল ভাঙার গান উপমহাদেশের পরাধীন ও তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষকে জাগিয়ে তোলে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও তিনি ছিলেন মুক্তিপাগল জনতার অফুরন্ত প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস। প্রাণশক্তি, পৌরুষ ও স্বাজাত্যবোধের চেতনায় তিনি ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। দুর্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর লেখনী ছিল সোচ্চার। শোষণ, ভণ্ডামি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং মানুষের প্রতি প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা ছিল কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যের উপজীব্য। তিনি ছিলেন একাধারে যুগস্রষ্টা সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার, কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, চলচ্চিত্রকার, রাজনীতিবিদ এবং দার্শনিক। নজরুলের জীবনবোধ গণমানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে প্রগতি, মানবতা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আমাদের সকলকে।

বিরোধীদলীয় নেত্রীর বাণী

জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তাঁর বাণীতে বলেন, বাংলা সাহিত্যে আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। তিনি ছিলেন মানুষের কবি, মানবতার কবি। তিনি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন রচনা করতে চেয়েছিলেন। অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডার বিচিত্রমুখী। তাঁর কবিতা, গান ও রচনা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রেরণার উৎস। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় কবি নজরুলের রণসঙ্গীত ও কবিতা মুক্তিযোদ্ধাদের এবং আমাদের সকলকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। জাতির বর্তমান দুঃসময়ে নজরুল সাহিত্য খুবই প্রাসঙ্গিক।

নজরুল জয়ন্তির অনুষ্ঠানমালা

জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজন করছে নজরুল মেলা, আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। শুক্রবার বিকাল চারটায় জাতীয় জাদুঘর প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করবেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী অধ্যাপক আবু রুশদ। 'নজরুল স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করবেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ। সভাপতিত্ব করবেন যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আলোচনার পর থাকবে নজরুল সঙ্গীত, নজরুল রচনা পাঠ ও আবৃত্তি, নজরুল সৃষ্টিভিত্তিক নৃত্যানুষ্ঠান। সকালে কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণশেষে এক শোভাযাত্রা যাবে বাংলা একাডেমী পর্যন্ত। পরদিন শনিবার জাদুঘরে অনুষ্ঠেয় আলোচনার বিষয় 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুল'।

শুক্রবার বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে কবির সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের পর সকাল দশটায় একাডেমীর বর্ধমান হাউসে উদ্বোধন করা হবে 'নজরুল স্মৃতি কক্ষ'। একই দিন সপ্তাহব্যাপী 'নজরুল মেলা' শুরু হবে আজ জাতীয় জাদুঘরের এক তলায়। এই মেলায় বাংলা একাডেমী ছাড়াও নজরুল ইনস্টিটিউট, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী এবং জাতীয় জাদুঘর অংশ নেবে। নজরুল মেলা প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছে ব্যাপক কর্মসূচী। কাল শুক্রবার সকাল সোয়া ছ'টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত হয়ে সাড়ে ছ'টায় শোভাযাত্রা সহকারে কবির মাজারে গমন করবেন। উপাচার্য অধ্যাপক এ.কে. আজাদ চৌধুরী শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

নজরুল একাডেমীর দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়েছে গতকাল বৃহস্পতিবার মগবাজারস্থ নজরুল ভবনে। উদ্বোধন করেন কবি নজরুলের পুত্রবধূ উমা কাজী। আলোচনা করেন কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, সুধীন দাশ, মিন্টু রহমান। বক্তারা নজরুল একাডেমীর জায়গাটিকে স্থায়ী বরাদ্দ প্রদানের দাবি জানান। একাডেমীর আজকের অনুষ্ঠানে রয়েছে সকালে কবির মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পরে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আজ সকাল আটটায় কবি নজরুলের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবে। জাসাস গৃহীত কর্মসূচীতে রয়েছে সকালে কবির মাজার জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ, র‌্যালি, বিকাল চারটায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনায় প্রধান অতিথি থাকবেন বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

নজরুল ইনস্টিটিউট সকাল সাতটায় কবির মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও র‍্যালির আয়োজন করছে আজ। ইনস্টিটিউট নজরুল চর্চায় অনন্যসাধারণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসাবে বিশিষ্ট কবি, গবেষক ও সমালোচক অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীতশিল্পী খালিদ হোসেনকে 'নজরুল পদক ২০০০' প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসছে ২ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক তাঁদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আজ সকাল সাড়ে দশটায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। নজরুল জয়ন্তিতে আজ সমাজবাদী ছাত্র জোট ও সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ বিপরীত উচ্চারণ আলোচনা সভা করবে।